ঝিনাইদহ জেলাতে আইসিইউ দাবিতে মানববন্ধন

শহরের কেন্দ্রবিন্দু পায়রা চত্ত্বরে করোনা মহামারীকালে স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন এবং আইসিইউ এর দাবীতে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। রোববার সেচ্ছাসেবী সংগঠন করোনা স্কোয়াড এর আয়োজনে মানববন্ধনে অংশ নেয় বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ ঝিনাইদহের সচেতন জনসাধারণ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে ঝিনাইদহের হাসপাতাল গুলোতে দীর্ঘদিন ধরে সুষ্ঠু সাস্থ্যসেবা না পাওয়া, প্রয়োজনীয় উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জামের অপ্রতুলতা সহ দীর্ঘ একবছরের বেশি সময় ধরে চলতে থাকা কোভিড- ১৯ এ আক্রান্তদের চিকিৎসায় আইসিইউ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। করোনা স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য তানভীর আহমেদ অভি বলেন, আমাদের ঝিনাইদহ জেলায় মোট উপজেলা ৬ টি, এখানকার জনসংখ্যা ১৭,৭১,৩০৪। অথচ এত বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য নেই কোনো আইসিইউ ব্যবস্থা।রোগী একটু খারাপ হলে রোগীকে ফরিদপুর অথবা ঢাকা ট্রান্সফার করার প্রবণতা। তবে আশার কথা এই যে বর্তমান ঝিনাইদহ হাসপাতালে এক ঝাঁক তরুণ এবং মেধাবী চিকিৎসক আছেন, কিন্তু নেই কোন উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম যার কারণে উনাদের সীমাবদ্ধতা থেকেই যাচ্ছে।

পিকুল হোসেন বলেন এই করোনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল একটা হাসপাতালে আইসিইউ কতটা প্রয়োজনীয়।অনতি বিলম্বে ঝিনাইদহ সহ বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইসিইউ স্থাপনের জোর দাবী জানাই। এছাড়া মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা নাট্য সমন্বয় পরিষদের সভাপতি রুবেল পারভেজ, সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব ইকরামুল হক লিকু,শাহিনুর রহমান লিটন,মুহিব জোয়ারদার, নিরাপদ সড়ক বাস্তবায়ন পরিষদ।

মানবতার ফেরিওয়ালা খ্যাত তারেক মাহমুদ জয়, জাতিয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংঘ (নুসা)নিসাত আল মামুন তিসান,রাব্বী ইমু নাহিদ মিশন হাসিব সুমন্ত তাসলিমা প্রমুখ। উল্লেখ্য করোনা সচেতনতায় গত বছরের মার্চ মাস থেকে নানা ভাবে মানুষের পাশে থেকে সহযোগিতা করে আসছে ঝিনাইদহের সংগঠন করোনা স্কোয়াড।

দেশে করোনায় একদিনে আরও ৪৩ জনের মৃত্যু

করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় (শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) দেশে আরও ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে করোনায় দেশে মোট ১২ হাজার ৮০১ জনের মৃত্যু হলো।

এ ছাড়া দেশে নতুন করে আরও ১ হাজার ৪৪৭ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৮ লাখ ৯ হাজার ৩১৪ জনের করোনা শনাক্ত হলো।

শনিবার বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা সিটিসহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ও বাড়িতে উপসর্গ বিহীন রোগীসহ গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৬৬৭ জন। এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৪৯ হাজার ৪২৫ জন। সারাদেশে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫০৯টি ল্যাবে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা হয়েছে। এর মধ্যে আরটি-পিসিআর ল্যাব ১৩১টি, জিন এক্সপার্ট ৪৪টি, র্যাপিড অ্যান্টিজেন ৩৩৪টি। এসব ল্যাবে ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ১২ হাজার ৭৬৬টি। মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৩ হাজার ১১৫টি। এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৬০ লাখ ৩৪ হাজার ২৬০টি।

এতে আরও জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষায় শনাক্তের হার ১১ দশমিক ০৩ শতাংশ। এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ৪১ শতাংশ এবং শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৯২ দশমিক ৬০ এবং শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৫৮ শতাংশ।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে, ২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে করোনা ভাইরাসের প্রথম রোগী শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়। এরপর ধীরে ধীরে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার বাড়তে থাকে।

ভারতে কমছে না দৈনিক সংক্রমণ, টানা ৪৫ দিন মৃত্যু ২০০০-এর ওপরে

ভারতে কমছে না করোনাভাইরাসে আক্রান্তের দৈনিক সংখ্যা। বুধ এবং বৃহস্পতিবারের মতোই থাকল শুক্রবার দেশটির দৈনিক সংক্রমণের পরিসংখ্যান। গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৩২ হাজার ৩৬৪ জন।

ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুসারে, দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল ২ কোটি ৮৫ লাখ।

শুক্রবার দৈনিক মৃত্যুরও ৩ হাজারের নিচে থাকলেও টানা ৪৫ দিন দেশটিতে মৃত্যুর সংখ্যা রয়েছে ২ হাজারের ওপরে। গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনায় প্রাণ হারিয়েছে ২ হাজার ৭১৩ জন। এ নিয়ে মোট ৩ লাখ ৪০ হাজার ৭০২ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনা মহামারীর জেরে।
গত দু’সপ্তাহের বেশি সময় ধরে রোজ যত লোক দেশে আক্রান্ত হচ্ছেন, তার থেকে প্রতিদিন সুস্থ হচ্ছে অনেক বেশি। এর জেরে ধারাবাহিকভাবে কমছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। কমতে কমতে সক্রিয় রোগী সাড়ে ১৬ লাখের নীচে নেমেছে। এখন দেশটিতে সক্রিয় রোগী রয়েছে ১৬ লাখ ৩৫ হাজার ৯৯৩ জন।

রাজ্যগুলোর মধ্যে এখন তামিলনাড়ুতে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তবে গত ২৪ ঘণ্টায় তা ২৫ হাজারের নীচে নেমেছে। কর্নাটক এবং কেরালায় তা ১৮ হাজারের ঘরে রয়েছে। মহারাষ্ট্রে নেমেছে ১৫ হাজারের ঘরে। অন্ধ্রে এখনও ১১ হাজারের বেশি আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিদিন। পশ্চিমবঙ্গে গত ২৪ ঘণ্টায় তা ৯ হাজারের নিচে নেমেছে। উড়িষ্যাতে তা ৯ হাজারের কম। আসামে তা রয়েছে ৪ হাজারের ঘরে। বাকি রাজ্যগুলোতে দৈনিক আক্রান্ত আড়াই হাজারের নিচে নেমেছে। দিল্লিতে তা হয়েছে ৫০০-এর কম। সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস, আনন্দবাজার

যে কোন সময় কুষ্টিয়ায় লকডাউন

কুষ্টিয়া জেলায় কঠোরভাবে লকডাউন কার্যকর করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে মহামারী করোনায় বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলায় করনীয় বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে সংবাদ সম্মেলন শেষে তিনি এ কথা জানান। কুষ্টিয়ায় উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক জানান, জেলার অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের সাথে আলোচনা করে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এক্ষেত্রে জেলায় কঠোরভাবে লকডাউন কার্যকর করা হতে পারে।

সভায় কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম, কুষ্টিয়া জেনারলে হাসপাতালেল তত্বাবধায়ক ডা: আব্দুল মোমিন, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান সালেক মাসুদ, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এ এস এম মুসা কবির, কুষ্টিয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আতিকুল ইসলাম, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান কুস্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লবসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা সিভিল সার্জন এইচএম আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, কুষ্টিয়ায় করোনা রোগী বাড়ার হার ঊর্ধ্বমুখী। এই মুহূর্তে লকডাউনের কোনো বিকল্প নেই। সেটা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তা না হলে হাসপাতালে রোগীর চাপ সামলানো যাবে না।এছাড়াও ভ্রাম্যমাণ আদালতে জেল–জরিমানা করে তেমন কোনো কাজ হবে না। যে হারে করোনা পজিটিভের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে মানুষকে অন্তত এক সপ্তাহ কঠোরভাবে ঘরে রাখতে হবে। তাহলে করোনার ঊর্ধ্বমুখী হার ঠেকানো সম্ভব না। ঈদের পর থেকে কুষ্টিয়ায় উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে করোনার সংক্রমণ।

গত ১০ দিনে জেলায় ২৫৮ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে মৃত্যু হয় ৬ জনের। অধিকাংশ রোগী কুষ্টিয়া শহরকেন্দ্রিক। কুষ্টিয়ায় করোনা চিকিৎসার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল, রোগীদের চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালটিতে নেই কোন আইসিইউ, করোনা ইউনিটে শয্যা মাত্র ৪১টি। এরই মধ্যে সেখানে ৫০ জনেরও বেশী রোগী ঠাঁই নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আজ বৃহস্পতিবার (৩ জুন) বেলা ১২টায় জেলা প্রশাসনের সভাকক্ষে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করেন জেলা প্রশাসক সাইদুল ইসলাম। এ সময় জেলার করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমকর্মীদের মতামত নেন।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে মাস্ক ও লিফলেট বিতরন

মুজিবনগরে করোনা ভইরাস এর ২য় ঢেউ প্রতিরোধে মাস্ক বিতরন ও জনসচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরন করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ। বৃহস্প্রতিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
মাস্ক বিতরন অনুষ্ঠান ও জনসচেতনতা কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।
এ সময় ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন,দিলিপ মল্লিক,ফেরদৌস আলী মেন্তা,কাজী কোমর উদ্দীন সেলিম,শংকর বিশ্বাস,সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নারগীস খাতুন, শাহিনুর খাতুনসহ ইউপি সদস্যগন,ইউনিয়ন পরিষদের সকল স্ট্রাফবৃন্দ ও গ্রামপুলিশ উপস্থিত ছিলেন।
মাস্ক বিতরন অনুষ্ঠানে জনসাধারনের উদ্দেশে আয়ূব হোসেন বলেন,করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৮ দফা নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নের লক্ষে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন দোদুলের পরামর্শক্রমে আমাদের এই কর্মসূচি। আমরা করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হব না।নিয়মিত মাস্ক পরিধান করবো।সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখবো।নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করবো।তাহলেই ইনশাআল্লাহ আমরা করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে পারবো

দামুড়হুদায় অ্যান্টিজেন পদ্ধতিতে নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম উদ্বোধন

দামুড়হুদায় অ্যান্টিজেন পদ্ধতিতে নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম উদ্বোধন ও লকডাউন বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসন । দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের হরিরামপুর শীবনগর গ্রামে কোভিড -১৯ র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০ টার সময় শিবনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দিলারা রহমান সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনসুর বাবু।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল খালেক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ, ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কমার সিংহ । স্বাগত বক্তব্য দেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্টো, দামুড়হুদার উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় বিশেষ লকডাউনেবাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসন করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে দেশে চলা লকডাউনের মধ্যে দামুড়হুদার উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তী দুই ইউনিয়নের কিছু এলাকা বিশেষভাবে লকডাউন করেছে উপজেলা প্রশাসন। স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, ভারতীয় সীমান্তবর্তী হওয়ায় ভারতীয় ভ্যারিয়েন্টের করোনাভাইরাস এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এই আশঙ্কা থেকেই বুধবার কিছু এলাকা অবরুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।সেসব এলাকার রাস্তা বুধবার বেলা ১১টার দিকে বাঁশ ফেলে আটকে দেয়া হয়েছে। অবরুদ্ধ এলাকাগুলো হলো কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কার্পাসডাঙ্গা- ঠাকুরপুর সড়ক, কার্পাসডাঙ্গা-কুতুবপুর সড়ক, কার্পাসডাঙ্গা মিশনপাড়া সড়ক, তালসারি মোড় এবং নাটুদহ ইউনিয়নের

গোচিয়ারপাড়া মোড় ও ফকিরপাড়া মোড়।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল জানান, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের ভারত সীমান্তবর্তী হরিরামপুর ও শিবনগর গ্রামে করোনাক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। করোনার উপসর্গ থাকলেও তা পরীক্ষা করায় অনীহা দেখাচ্ছেন অনেকে। তিনি বলেন, ‘গতকাল বুধবার সকাল থেকে ওইসব এলাকার লোকজনকে র্যাপিড অ্যান্টিজেন কিট দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। দুপুর পর্যন্ত ১১৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২৪ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছেন। তাদের শরীরে করোনার ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট আছে কি না, তা পরীক্ষার জন্য নমুনা ঢাকায় আইইডিসিয়ারে পাঠানো হবে।’আবু হেনা আরও বলেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে গত এক সপ্তাহে করোনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। সংক্রমণ বাড়লে পর্যায়ক্রমে আশপাশের অন্য গ্রামের মানুষেরও করোনা পরীক্ষা করা হবে বলে জানান তিনি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দিলারা রহমান জানান, জেলা প্রশাসকের নির্দেশে এই এলাকায় রয়েছে চুল প্রক্রিয়াজাতকরণের অনেকগুলো কারখানা। সেগুলো আগামী এক মাস বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে, ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ , এক সপ্তাহের ব্যবধানে চার জনের মৃত্যু হয়েছে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল, সাধারণত এসময় করোনার সংক্রমণ হার বেড়েই চলেছে, হাসপাতালগুলোয় ৬০ ভাগ বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠাকাতে এই নাগরিকদের সতর্কভাবে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি। আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার । এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এলাকায় নতুন করে যাতে আক্রান্ত না হয়, আমাদের সবাই কে সজাগ থাকবে হবে গেল সোমবার করোনার সংক্রমণরোধে জরুরি সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ কমিটির সঙ্গে বসে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তারই অংশ হিসেবে কার্পাসডাঙ্গার ওই স্থানগুলো লকডাউন করা হয়েছে।ইউএনও বলেন, ওই এলাকাগুলো নিয়মিত তদারকি করা হবে। স্বাস্থ্যবিধি না মানলে ভ্রাম্যমাণ আদালতে করা হবে জরিমানাও।

দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান জরিমানা আদায়

দামুড়হুদা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল ৫ দিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান দামুড়হুদা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে চলমান লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান দামুড়হুদার সদরে বাসস্ট্যান্ড ও বাজারে এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় মাস্ক পরিধান না করা, স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে ৬ জনের নিকট জরিমানা আদায় করা হয়। আদালত পরিচালনা কাজের সহযোগীতা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসের পেশকার জিহন আলি।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে, ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ, এক সপ্তাহের ব্যবধানে চার জনের মৃত্যু হয়েছে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল, সাধারণত এসময় করোনার সংক্রমণ হার বেড়েই চলেছে, হাসপাতালগুলোয় ৬০ ভাগ বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠেকাতে এই নাগরিকদের সতর্কভাবে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি। আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার। এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এলাকায় নতুন করে যাতে আক্রান্ত না হয়, আমাদের সবাই কে সজাগ থাকবে হবে তিনি আরো বলেন, সব ধরনের অফিসে কর্মচারী থেকে কর্মকর্তাদের মধ্যে মাস্ক ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। বাইরে চলাচলে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কঠোর হবে প্রশাসন। সর্বোচ্চ সতর্কতা নিতে হবে। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে আরও ২১ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ১৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৩ জন, গাংনীতে ১২ জন এবং মুজিবনগরে ৪ জন রয়েছেন। বাকি ২ জন সাতক্ষীরা এলাকার।

মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, আজ ৬৮টি রিপোর্টের ফলাফল এসেছে। এর মধ্যে এন্টিজেন টেষ্ট ৪৮ টি, জীন এক্সপার্ট-১ টি, আরটিপিসিআর-১৯ টি এবং নতুন পজেটিভ-২১ টি। বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৮৫ জন। তার মধ্যে সদরে ২০ জন, গাংনীতে ৩৯ জন এবং মুজিবনগরে২৬ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ২৩ জন। সদর-১০, গাংনী-১০ এবং মুজিবনগর- ৩ জন।

এসময় তিনি সবাই সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

নাটোরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

নাটোর জেলায় করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে বারোটার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মোঃ শাহরিয়াজ, পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা, সিভিল সার্জন ডাঃ কাজী মিজানুর রহমান, নাটোর সদর হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডাঃ পরিতোষ কুমার রায়, নাটোর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুল ইসলাম রমজানসহ

জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

এসময় বক্তারা জেলার করোনা সংক্রমন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণার পরিধি বৃদ্ধি, খাবার হোটেলগুলোতে বসে খাওয়া-দাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে পার্সেল বিক্রি এবং করোনা পজিটিভ ব্যক্তিদের বাড়িতে লালপতাকা উত্তোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। করোনা পজিটিভ ব্যক্তিদের চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হবে মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠেকাতে

কঠোর দামুড়হুদা উপজেলা

প্রশাসন

দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের জরিমানা আদায়, চলতি সময়ে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় কঠোর হয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন। আর এর অংশ হিসেবে সরকারি-বেসরকারি অফিস সহ সব জায়গায় চলাচলে মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
আর এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৩ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের নির্দেশে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ দামুড়হুদা উপজেলার চত্বরে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন, এসময় মুখে মাস্ক ব্যবহার না করার অপরাধে ৭ জনকে ১২০০টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
এসময় দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি সুদীপ্ত কুমার সিংহ, বলেন, সাধারণত এসময় হাসপাতালগুলোয় ৬০ ভাগ বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এই নাগরিকদের সতর্কভাবে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি। আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ । এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
তিনি আরো বলেন, সব ধরনের অফিসে কর্মচারী থেকে কর্মকর্তাদের মধ্যে মাস্ক ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। বাইরে চলাচলে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কঠোর হবে প্রশাসন। সর্বোচ্চ সতর্কতা